সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১২

# অক্ষয়কুমার দত্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১২

# অক্ষয়কুমার দত্ত

১৮২০—১৮৮৬

# অক্ষয়কুমার দত্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চৈত্র ১৩৪৮

মূল্য চারি আনা



মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

২·২—১।৪।১৯৪২

# অক্ষয়কুমার দত্ত

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগে যে দুই জন শিল্পীর সাধনায় বাংলা ভাষা সাহিত্য-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাঁহাদের এক জন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্য জন অক্ষয়কুমার দত্ত। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজী সাহিত্য-পুস্তককে আদর্শ করিয়া যে-কার্য্য করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থের আদর্শে ঠিক সেই কার্য্যই সাধিত করিয়া গিয়াছেন। এক জন রসসাহিত্যমূলক এবং অন্য জন বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক ভাষার সাহায্যে একই কালে মাতৃভাষার সাহিত্যসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই কারণে এই দুই জন সাহিত্য-সাধকের এক জনকে স্মরণ করিতে গিয়া অন্য জনকেও স্মরণ করিয়া থাকি। গোড়ার দিকের অন্য সকলের নাম বিস্মৃত হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারকে যত দিন বাংলা ভাষা জীবিত থাকিবে, তত দিন স্মরণ রাখিতে হইবে।

# বংশ-পরিচয় ; বাল্যজীবন

অক্ষয়কুমার দত্তের বংশ-পরিচয় ও বাল্যজীবন সম্বন্ধে 'অক্ষয়-চরিতে'* যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

দুর্গাদাস দত্ত দত্তবংশের আদি পুরুষ। ইহাঁর পুত্র শিবরাম। শিবরামের রাজবল্লভ ও রমাবল্লভ নামে দুই সন্তান হয়। রাজবল্লভের চারিটি পুত্র ;—১ম, রামরাম ; ২য়, কৃষ্ণরাম ; ৩য়, রাধাকান্ত ; ৪র্থ, রামশরণ। ইনি বর্দ্ধমান-রাজবাটীর এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনিই প্রথমে টাকীর নিকটবর্ত্তী পুঁড়াগ্রামের সন্নিহিত গন্ধর্ব্বপুর হইতে আসিয়া পূর্ব্বে নদিয়া এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বস্থলী গ্রামের সন্নিকট চুপীতে বাস করেন।···রামশরণের পাঁচ পুত্র ;—১ম, পদ্মলোচন ; ২য়, কাশীনাথ ; ৩য়, চূড়ামণি ; ৪র্থ, পীতাম্বর ; ৫ম, কীর্ত্তিচন্দ্র।······দত্তরা বঙ্গজ কায়স্থ। চুপীর যে স্থলে ইহাঁদিগের বাস ছিল তাহা এক্ষণে নদীর গর্ব্ভে।

অক্ষয় বাবুর পিতা পীতাম্বর দত্ত মহাশয় অতি পরোপকারী, দয়ালু ও সুন্দর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি সামান্য বাঙ্গালা মাত্র জানিতেন। খিদিরপুরের টলিজ্ নলার ( আদি গঙ্গার ) কুতঘাটের কেশিয়র ও দারগা ছিলেন। এই কর্ম্ম করিয়া কিছু সংস্থান করিয়া যান।···ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ···হরমোহন দত্ত [ কাশীনাথের পুত্র ] তখনকার সুপ্রীমকোর্টের মাষ্টার আপীসের বড় বাবু ছিলেন।···ইনি পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের নিকট চির ঋণী, যেহেতু তিনি উহাঁকে লেখা পড়া শিখান এবং উহাঁর ভরণপোষণের সমুদয় ব্যয় আপনার স্কন্ধে লইতে কুত্রাপিও কুণ্ঠিত হন নাই। হরমোহন

---

* নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : 'অক্ষয়-চরিত' ( ভাদ্র ১২৯৪ সাল )। এই পুস্তকের "পূর্ব্বভাষে" প্রকাশ, "অক্ষয় বাবুর আত্মীয়বর্গ, শ্রী——র, ও পণ্ডিতবর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।"

বাবুও যে অক্ষয় বাবুর শিক্ষাদির সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতৃঋণ কিয়ৎ পরিমাণে শুধিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

অক্ষয় বাবুর মাতার নাম দয়াময়ী ছিল। কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী ইট্‌লে নামক গ্রামে তাঁহার পিত্রালয় ছিল। পিতার নাম রামদুলাল গুহ।······১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ [ ১৫ জুলাই ১৮২০ ] শনিবার শুক্ল পক্ষ পঞ্চমী তিথিতে রাত্রি অনুমান ৬ দণ্ডের সময় চুপীতে অক্ষয়কুমার জন্ম গ্রহণ করেন।···

আমাদিগের দেশেব প্রথানুসারে পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অক্ষয়কুমারের বিদ্যারম্ভ হয়।···ইহাঁর পিতা গুরুচরণ সরকার নামে জনৈক গুরু মহাশয়কে বেতন দিয়া বাটীতে রাখেন। গুরুচরণ সরকার অতি চমৎকার শান্ত প্রকৃতিব লোক ছিলেন। ইনি ছাত্রবর্গকে প্রহার করা দূরে থাকুক কখনও কাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। পিতা মাতা ও শিক্ষকের স্বভাব, সদাশয়তা ও সদয় ব্যবহার প্রথমে ইহাঁর শিক্ষার অনুকূল হইয়া তৎপরে ইহাঁর ভাবী জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল।···চারি বৎসর পাঠশালায় যাহা শিখিবার শিখিলেন। এক্ষণে আমরা যেরূপ আগ্রহ ও যত্নের সহিত ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া থাকি, পূর্ব্বে সদ্বংশীয়েরা তদ্রূপ আগ্রহ ও যত্নের সহিত স্ব স্ব সন্তানদিগকে পার্সি ভাষা শিখাইতেন। ইহার কারণ তখনও এই ভাষায় বিচারালয় প্রভৃতি যাবতীয় রাজকীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত। আমিউদ্দীন নামে একজন মুন্সীর নিকট ইনি পার্সি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিত শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের সহিত গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের ( ভট্টাচার্য্যের ) নিকট টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন।······

অক্ষয়কুমারের বয়স যখন ন্যূনাধিক নয় বৎসর তখন ইংরাজী শিখাইবার জন্য হরমোহন বাবু উহাঁকে খিদিরপুরে আনয়ন করেন। এখানে জয় মাষ্টার ( জয়কৃষ্ণ সরকার ) ও গঙ্গানারায়ণ মাষ্টার ( সরকার )

নামে তখনকার বিখ্যাত দুই জন ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন।...হরমোহন বাবু প্রথমে অক্ষয়কুমারকে জয় মাষ্টারের নিকট ইংরাজী পড়িতে দেন। ইহাঁর নিকট পড়িয়া সন্তুষ্ট না হইয়া উনি নিজে একজন পাদরীর নিকট পড়িতে যান। পাদরী সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিতে করিতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি উহাঁর কিছু বিশ্বাসের উপক্রম দেখিতে পাইয়া পাছে খৃষ্টীয়ান হন এই ভয়ে উক্ত বাবু আপনি কিছু দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় উহাঁকে পড়ান। সময়াভাবে স্বয়ং অধিক দিন পডাইতে অক্ষম হইয়া তিনি হরিহর মুখোপাধ্যায় নামে আপনার আপীসের জনৈক কেবাণীব নিকট পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া ভাইকে সঙ্গে করিয়া আপীসে লইয়া যাইতেন।... এইপ্রকারে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। পডিতে পড়িতে ইহাঁর জ্ঞান-পিপাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া কেমন করিয়া উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিবেন এই চিন্তায় অহর্নিশ ইনি চিন্তিত থাকিতেন।

ভ্রাতার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হরমোহন বাবু ওরিএণ্ট্যাল্ সেমিনারিতে তাঁহার পড়িবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত করেন। এখন যেমন ট্র্যাম্ ও গাড়ি ঘোড়ার সুবিধা, তখন সেরূপ ছিল না।...এই সকল অসুবিধা নিবন্ধন হরমোহন বাবু দেখিলেন যে, প্রত্যহ খিদিরপুর হইতে কলিকাতাস্থ সেমিনারি পডিতে যাওয়া বা দেওয়া বড় সহজ কথা নহে। কলিকাতা, দর্জিপাড়ায় তাঁহার পিশতুত ভাই রামধন বসুর বাসা বাটী ছিল। ইহাঁর বাসাতে তাঁহাকে রাখিয়া ইনি তাঁহার লেখা পড়ার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।...হার্ডম্যান জেফ্রয় নামে একজন ইংরাজ তখন গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয় ছিলেন। সাহেব মহোদয় স্কুলগৃহে অবস্থিতি করিতেন। অক্ষয়কুমার প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে ইহাঁর নিকট কিছু গ্রীক লাটিন হিব্রু ও জর্ম্মণ ভাষা অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। পঠদ্দশায় ইনি প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হন। ইলিয়ড, বর্জ্জিল, পদার্থ-বিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি,

উচ্চ অঙ্গের গণিত শাস্ত্র, বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ক ভাল ভাল গ্রন্থ অল্প বা বিনা সাহায্যে অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞানের প্রতি ইহাঁর স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ ছিল।

আগড়পাড়া নিবাসী পবলোকগত রামমোহন ঘোষেব দুহিতা নিমাইমণির ( শ্যামামণির ) সহিত ইহাঁব বিবাহ হয়। এই সময় ইহাব বয়স অনুমান পঞ্চদশ বৎসর মাত্র।······

ওরিএণ্ট্যালে পড়িতে পড়িতে একটি দুর্ঘটনা হয়। ইহাঁর বয়ঃক্রম যখন ঊনবিংশ বৎসর তখন কাশীতে ইহাঁর পিতার মৃত্যু হয়।···

পীতাম্বব দত্তজর জীবদ্দশাতেই ও তাঁহার স্ত্রীর হস্তে কিছু সংস্থান সত্ত্বেও হরমোহন দত্তজ সংসার চালাইয়া আসিতেছিলেন। সংসার যেমন চালাইতেছিলেন সেইরূপ চালাইতে আর ভ্রাতার লেখা পড়ার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে ইনি স্বীকৃত হইলেও মাতার পরামর্শে অক্ষয় বাবু বিষয় কর্ম্মের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন।···মাত্রাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া অতি অনিচ্ছায় ইহাঁকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল। ওবিএণ্ট্যালের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল বটে, কিন্তু ইহাঁর শিক্ষাভিলাষ কখনও হ্রাস হয় নাই। সুতরাং একদিকে যেরূপ অর্থাগম ; অপর দিকে সেইরূপ জ্ঞানোন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।···হবমোহন বাবু আইন জানিতেন। ইনি ভ্রাতাকে আইন পড়িতে বলিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "যে বিষয় পরিবর্ত্তনীয়, তাহা শিক্ষা করিলে লাভ কি ?" বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় এই প্রকারে ইতস্ততঃ করিয়া কিছু দিন গত হইল।

# ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচয়

এই সময় অক্ষয়চন্দ্র গুপ্ত-কবির সহিত পরিচিত হন। 'অক্ষয়-চরিতে' প্রকাশ :—

> সুপ্রীমকোর্টের বিজ্ঞাপনাদি প্রায় সমস্ত কার্য্য বাবু হরমোহন দত্তের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রভাকর পত্রিকার জন্য ঐ সমস্ত বিজ্ঞাপন হস্তগত করিবার মানসে তাঁহার সকাশে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের গতিবিধি ছিল। বরাবর যাতায়াতে ইহাঁর সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। এই বন্ধুতা নিবন্ধন অক্ষয় বাবুও ইহাঁর নিকট পরিচিত হন। এতদ্ভিন্ন, রামধন বসুর বাটীর সন্নিকট নরনারায়ণ দত্তের বাটীতে 'বাঙ্গালা ভাষানুশীলনী সভা' হইত। এই সভায় ইহাঁরা উভয়ে উপস্থিত থাকিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইনি কবি মহোদয়ের স্নেহভাজন হন। (পৃ. ১৩-১৪)
>
> ...[ টাকীর ] জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বরাহনগরস্থ বাটীতে "নীতিতরঙ্গিণী" নামে যে সভা হইত তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সহিত তথায় গমনাগমন করিতেন। কিছু দিন পরে ইহাঁরা উভয়েই এই সভাব সভ্য মনোনীত হন। নামে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, নৈতিক উন্নতি সাধন করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সভ্যগণ কর্ত্তৃক নীতিবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ রচিত ও পঠিত হইত। দত্তজর কোন কোন প্রবন্ধ পরে প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (পৃ. ১৭-১৮)

অক্ষয়কুমার প্রথমে কবিতা লিখিতেন। 'অনঙ্গমোহন' নামে তাঁহার একখানি পদ্য-গ্রন্থ ছিল। কিন্তু কি ভাবে তাঁহার গদ্য-রচনার সূত্রপাত হয়, তাহার বিবরণ 'অক্ষয়-চরিতে' এইরূপ আছে :—

> ইনি মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন পদ্য না গদ্য কিসে লোকের বেশি উপকার সম্ভাবনা? একদা এবম্বিধ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিবার পর ইনি প্রভাকর যন্ত্রালয়ে গুপ্ত মহাশয়ের নিকট গমন করেন। কি বিচিত্র অনুকূল ঘটনা!

তাঁহার সহকারী সে দিন উপস্থিত না থাকাতে তিনি উহাকে সুবিখ্যাত ইংলিশম্যান্ পত্রিকা হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। অক্ষয় বাবু বলিলেন "আমি লিখিতে পারিব না, যেহেতু আমি কখনও গদ্য লিখি নাই।" এই কথা শুনিয়া সম্পাদক মহাশয় উত্তর করিলেন "আমার বিশ্বাস তুমি পারিবে, নচেৎ বলিতাম না।" কি করেন লিখিলেন। লেখাটি একপ উত্তম হইল যে তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন "যে ব্যক্তি বহু দিবসাবধি এই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তিনি এমত সুন্দর লিখিতে পারেন না।" যে ওজস্বিনী গদ্য রচনায় দত্ত মহোদয় অখিল বঙ্গদেশকে বিমোহিত কবেন, এই সেই গদ্য রচনার সূত্রপাত। (পৃ. ১৪-১৫)

অক্ষয়কুমার ক্রমে 'সংবাদ প্রভাকরে'র এক জন বিশিষ্ট লেখক হইয়া উঠেন। ১৮৪৭ সনের ১৪ই এপ্রিল তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখক ও অনুগ্রাহক সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে "প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন তাঁহাদের নাম"-এর তালিকায় "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তে"র নাম আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমারের গুণমুগ্ধ ছিলেন। অক্ষয়কুমারও তাঁহাকে নানা ভাবে সাহায্য করিতেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত আমরা ১২৫৭ সালের চৈত্র মাসে মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখানি পত্রে পাই :—

প্রভাকর সম্পাদক আপনাকে একটী প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মেদিনীপুরের সংবাদগুলি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি চরিতার্থ হইবেন, এবং আপনার নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকিবেন। ঝকড়া, মারামারি, ডাকাইতি, গৃহদাহ, চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি যত প্রকার সর্ব্বনাশের ব্যাপার আছে সকলই লিখিয়া দিবেন। বাস্তবিক দেখিবেন,

লিখিতে হইলে মনুষ্যের অমঙ্গল সমাচারই অধিক লিখিতে হইবে। এই সকলই লোকের কার্য্য। ইহাই মর্ত্ত্যলোকের স্বরূপ! এ লোকে আবার নিরবচ্ছিন্ন সুখের প্রত্যাশা!

# তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগদান

তত্ত্ববোধিনী সভাই অক্ষয়চন্দ্রের সৌভাগ্যের মূল। কি ভাবে তিনি এই সভার সভ্য হন, তৎসম্বন্ধে 'অক্ষয়-চরিত'কার লিখিতেছেন ঃ—

> ১৭৬১ শকের ২১ এ আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব কর্ত্তৃক তত্ত্বরঞ্জিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ইহাঁর বয়ঃক্রম দ্বাবিংশ বৎসর। সভার উদ্দেশ্য জ্ঞানোন্নতি সাধন, তথ্যানুসন্ধান, শাস্ত্রালোচনা, রামমোহন রায়ের গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন ও বিদ্যালয়াদি সংস্থাপন দ্বারা অশিক্ষিতদিগেব নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচাব। কিছু দিন পরে অর্থাৎ ৩রা কার্ত্তিক তারিখে ঐ সভার নাম তত্ত্বরঞ্জিনী গিয়া তত্ত্ববোধিনী হয়। ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মিলিত হয়।······প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, তার পব শিমুলিয়াস্থ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের, তার পর হেদুয়ার দক্ষিণস্থ রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীতে এবং সর্ব্বশেষে সমাজ গৃহে স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বে রমানাথ ঠাকুরের ভবনে ইহার অধিবেশন হইত। উক্ত [ ১৭৬১ ] শকের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। এক দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহার সমভিব্যাহারে অক্ষয় বাবু সভা দেখিতে যান। দেখিতে গিয়া মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন। এই পরিচয় দত্তজর সৌভাগ্যের মূল। ইহার অব্যবহিত পরে উল্লিখিত

[১৭৬১] শকের ১১ই পৌষ তারিখে ঈশ্বর গুপ্তের প্রস্তাবে ও ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় ইনি সভ্য মনোনীত হন। (পৃ. ১৫-১৬)

## তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক

১৮৪০ সনের ১৩ই জুন তারিখে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। ৩ জুন ১৮৪০ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' পত্রে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা-প্রসঙ্গে এই অংশটি মুদ্রিত হয়ঃ—

*A New School.* **We have beeen given to understand that a new School, having for its object the education of the rising youths in the vernacular languages of the country, is about to be established in Calcutta, under the auspices of some enlightened native Baboos. It is to be conducted on the same principles as the new College Patsala. The boys will further receive religious education which is a new feature in the system of native instruction. It is said that new books suited to the capacities of youth, are now in course of preparation in the vernacular languages by Baboo Debendernauth Tagore, the son of Baboo Dwarkeynauth Tagore.**

অক্ষয়কুমার এই পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত হন। 'অক্ষয়-চরিতে' প্রকাশ,—

পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৬২ শকের ১লা [ আষাঢ় ] শনিবার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত হইলে, ইনি ৮৲ টাকা বেতনে উহার শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। ৪ঠা শ্রাবণ হইতে বেতন ১০৲ টাকা হয়। তার পর ১৪৲ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষক হন। পাঠশালার পাঠ্য পুস্তকাবলি সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। আদি ব্রাহ্মসমাজের বৃহৎ পুস্তকাগারে আমরা এই সমস্ত পাঠ্য পুস্তক দেখিয়াছি। অক্ষয় বাবু বর্ণমালা ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা এই দুই বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। সভা পাঠশালার

নিমিত্ত পদার্থ-বিদ্যা ও ভূগোল প্রকাশ করেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে একখানি ভূগোল প্রস্তুত করেন; কিন্তু অর্থাভাবে বহু দিন যে মুদ্রিত করিতে অসমর্থ থাকেন, পরে সভার সাহায্যে পাঠশালার নিমিত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে উক্ত পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন।...

এক্ষণে যে স্থানে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাটী, সেই স্থানে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কার্য্য সম্পাদিত হইত। ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ তারিখে উহা কলিকাতা হইতে বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তবিত হইলে, তত্ত্ববোধিনী সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া ইহাঁকে তথায় গমন করিতে অনুরোধ করেন। ইনি স্বীকৃত হইলেন না। না হওয়াতে শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ৩০৲ টাকা বেতনে তথায় গমন করেন। (পৃ. ১৬-১৭)

## সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্‌সমিতি

সমাজসংস্কারমূলক কার্য্যের সহিত অক্ষয়কুমারের বিলক্ষণ যোগ ছিল। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪ তারিখে কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্‌সমিতির সূচনা হয়। এই সভায় অক্ষয়কুমার দত্তের পোষকতায় কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন, "স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন, হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহবর্জন এবং বহুবিবাহ-প্রচলন-রোধের নিমিত্ত সমিতির শক্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হউক।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সভাপতি, এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত যুগ্মসম্পাদক ছিলেন। এই সমিতির সভ্যগণের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদারের নাম উল্লেখযোগ্য।*

* এই সমিতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ-লিখিত 'কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র' পুস্তকের ৯৯-১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

# সাময়িক পত্র পরিচালন

## 'বিদ্যাদর্শন'

অক্ষয়কুমার যখন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক, সেই সময় টাকী-নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় 'বিদ্যাদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে (আষাঢ়, ১৭৬৪ শক) ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রের প্রথম সংখ্যায় পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> যখন যে জাতির মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে, তাহার পূর্ব্বেই এই প্রকার প্রকাশ্য পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথমুক্ত হইতে থাকে। এই পরম প্রিয়কর নিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া আমরাও বঙ্গদেশের মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যত্ন করিতে অভিলাষ করিয়াছি, কিন্তু পাঠক গণকে কি প্রকারে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব এই চিন্তা এইক্ষণে কেবল সংশয়ে পরিপূর্ণ রহিল, যেহেতুক আমাদিগের এবম্প্রকার উদ্যোগের ন্যায় এতদ্দেশে পূর্ব্বে এরূপ কোন কল্পনার সৃষ্টি হয় নাই, যে তাহার অনুগামি হইয়া আমরাও আমারদিগের অভিপ্রেত ব্যাপারে তত্তুল্য রচনাদি করিতে উদ্যত হই, সুতরাং এপ্রকার নূতন বর্ত্মে আমরা অতিশয় ভীতচিত্তে অগ্রসর হইলাম, এবং সংশয়াপন্ন হইয়া বিদ্যার্থিগণকে এই পথকে অবলম্বন করিতে নিমন্ত্রণ করিতেছি।
>
> * * *
>
> সম্প্রতি এই পত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিবার জন্য ইহার সঙ্ক্ষেপ বিবরণ নিম্নদেশে প্রকাশ করিতেছি। এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক

নীতি, ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি, ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তদ্ভিন্ন রূপকাদিলিখনে এক২ প্রকার নূতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক।

এইক্ষণে কবিতার রীতি আমারদিগের ভাষায় উত্তম নাই, অতএব তাহার প্রতি অধিক যত্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধে সর্ব্বদাই সাধারণ লেখকদিগকে তর্কদ্বারা সাবধান করিব, এবং উত্তম২ কবিতা যিনি লিখিয়া প্রেরণ করিবেন, তাহা অবশ্য আমাবদিগের বিচারের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।

'বিদ্যাদর্শন' মাত্র ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াছিল।

## 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'

তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু দিন পরে দেবেন্দ্রনাথ সভার একখানি মুখপত্র প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করিলেন।

কোন ব্যক্তিকে ইহার সম্পাদকতার ভার অর্পণ করা যায় এই গুরুতর বিষয়টি সভার বিবেচ্য হইলে অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, প্রার্থিগণ "বেদান্ত ধর্ম্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ" এই বিষয়টি অবলম্বন পূর্ব্বক এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তিনিই সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইবেন। ভবানী চরণ সেন অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলে, ইনি ৩০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তখন এই পদ 'গ্রন্থ-সম্পাদকতা' বলিয়া অভিহিত ছিল। ইহাঁকে সভারও কোন কোন কার্য্য করিতে হইত।

এতদ্ভিন্ন, উদ্ভিদাদি বিজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ পাইবার জন্য মেডিকেল কলেজে গমন করিতেন।—'অক্ষয়-চরিত', পৃ. ১৮-১৯।

১৬ আগস্ট ১৮৪৩ তারিখে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশ প্রসঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

···একটি যন্ত্রালয়, একখানি পত্রিকা, অতি আবশ্যক হইল।

আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচাব আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি। পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ. দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জুট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহাঁর দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ

কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম।* তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ। ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েক খানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূবণ করে। বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রচারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কিন্তু অক্ষয় বাবুর চেষ্টায় ইহাতে ধর্ম্ম বিষয় ব্যতীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান পুরাতত্ত্বাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা পূর্ব্বে কিরূপে সম্পাদিত হইত, তদ্বিষয়ে এ স্থলে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া পেপার কমিটী (Paper Committee) নামে একটি প্রবন্ধ নির্ব্বাচনী সভা সংস্থাপন করেন। কমিটীর পাঁচজনের অধিক সভ্য (গ্রন্থাধ্যক্ষ) সংখ্যা ছিল না; অন্যান্য সভা সমিতির যেরূপ নিয়ম ইহারও সেইরূপ ছিল—একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ

* প্রথমে তিনি ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এই বেতন বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫৲ ও শেষে ৬০৲ টাকা হয়।

অবসর গ্রহণ করিলে অপর একজন মনোনীত হইয়া তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতেন। পণ্ডিতবর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রীযুক্ত বাবু (এক্ষণে ডাক্তার) রাজেন্দ্রলাল মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু (এক্ষণে মহর্ষি) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু ৺ শ্রীধর ন্যায়রত্ন ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ৺ রাধাপ্রসাদ রায় ৺ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার সভ্য ছিলেন। সভার নিয়ম ছিল যে, কি গ্রন্থ-সম্পাদক, কি গ্রন্থাধ্যক্ষ কি অপর কোনও ব্যক্তি কেহ যদ্যপি পত্রিকায় প্রকটিত করিবার অভিলাষে কোনও প্রবন্ধ রচনা করেন, প্রবন্ধ নির্ব্বাচনী সভার অধিকাংশ সভ্য কর্ত্তৃক অগ্রে তাহা মনোনীত ও আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইলে তবে পত্রিকাস্থ হইবে।......১৭৭০ শকের ২৩এ শ্রাবণ তারিখের অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে তিনি [ অক্ষয়কুমার ] পেপার কমিটীর সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হন। ('অক্ষয়-চরিত', পৃ. ১৯-২১)

অক্ষয়কুমার বার বৎসর, ইং ১৮৪৩—১৮৫৫, দক্ষতার সহিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু রচনা এই পত্রিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।—'ব্রাহ্ম-সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত', পৃ. ২১।

অবশ্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে সম্পাদক ছাড়া প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনী সভার কথাও স্মরণীয়। ১৭৮১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সঙ্গে এই সভাও বিলুপ্ত হয়।

# কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক

১৮৫৫ সনের প্রথমার্দ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নদীয়া, বর্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরে অনেকগুলি মডেল বা আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পূর্ণ করেন। তিনি বাংলা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-নির্ব্বাচনে মনোযোগ দিলেন; কারণ, তিনি জানিতেন, এই সব শিক্ষকের যথোপযুক্তরূপ জ্ঞানের উপরই সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। পরীক্ষায় দেখা গেল, শিক্ষক-পদপ্রার্থীদের মধ্যে অতি অল্প লোকই সরকারী মডেল স্কুলগুলির ভার লইতে সমর্থ হইবে। এমনি করিয়া শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নর্ম্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইল। এই সময় তিনি প্রস্তাবিত নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাস্টারের পদের উপযুক্ত একজন লোককেও পাইলেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। "পীড়া ও অন্য কোন কারণবশতঃ অক্ষয়বাবু তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণেচ্ছুক হন। এ অবস্থায় যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের কথা বলিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিলেন 'তা হলে বাঁচি।' "—'অক্ষয়-চরিত', পৃ. ৩৭-৩৮।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালে অক্ষয়চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এমন কি, অক্ষয়-কুমারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অনেক রচনাও সযত্নে দেখিয়া দিয়াছেন।* অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের উচ্চ

---

* রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন :—"অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।"—'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা', পৃ. ২৫।

ধারণাই ছিল। তিনি নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্রকে সুপারিশ করিয়া ২ জুলাই ১৮৫৫ তারিখে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষকে এই পত্র লিখিলেন :—

I would propose that two masters, one at Rs. 150 and the other at Rs. 50 per month, be employed for the present to undertake the task of training up the teachers for our new vernacular school.

* * *

For the post of Head Master of the Normal classes, I would recommend Babu Akshoy Kumar Dutt, the well-known editor of the *Tatwabodhini Patrika*. He is one of the very few of the best Bengali writers of the time. His knowledge of the English language is very respectable and he is well informed in the elements of general knowledge, and well-acquainted with the art of teaching. On the whole, I do not think that we can secure the services of a better man for the post. For the second mastership, I would propose Pandit Madhusudan Bachaspati. He is a distinguished ex-student of the Sanskrit College, an able and elegant Bengali writer, well-acquainted with the art of teaching, and, in my opinion, in every respect qualified to fill the post for which he is recommended.

তাৎপর্য্য :—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্ব্বজনবিদিত সম্পাদক বাবু অক্ষয়-কুমার দত্ত নর্ম্মাল ক্লাসগুলির প্রধান শিক্ষক হন—ইহাই আমার অভিমত। বর্ত্তমানে প্রথম শ্রেণীর বাংলা লেখক অতি অল্পই আছেন; অক্ষয়কুমার সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখকদের অন্যতম। ইংরেজীতে তাঁহার বেশ জ্ঞান আছে, এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যসমূহ-সম্বন্ধে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই।"

শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ পণ্ডিতের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। ১৭ জুলাই ১৮৫৫ তারিখ হইতে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায়

একটি নর্ম্মাল স্কুল খোলা হইল। স্বতন্ত্র বাড়ী না পাওয়ায় আপাততঃ নর্ম্মাল স্কুল সকালবেলা দুই ঘণ্টার জন্য সংস্কৃত কলেজেই বসিতে লাগিল। স্কুলটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; উচ্চ শ্রেণীর ভার—প্রধান শিক্ষক, অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং নিম্ন শ্রেণীর ভার ছিল—দ্বিতীয় শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতির উপর। অক্ষয়চন্দ্র ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে, এবং বাচস্পতি বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন।

কিন্তু অক্ষয়কুমার দীর্ঘকাল কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করিতে পারেন নাই। দারুণ শিরোরোগে তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এক বৎসর, পরে ছয় মাস করিয়া দুই বার ছুটি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শেষে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে প্রতিনিধি হিসাবে সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্য্য (আচার্য্য কৃষ্ণকমলের অগ্রজ) কার্য্য করিয়াছিলেন; শেষে তিনিই স্থায়ী ভাবে নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাস্টার নিযুক্ত হন।

## শেষ জীবন

অক্ষয়কুমার দুরারোগ্য শিরোরোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসা, বায়ুপরিবর্ত্তনাদি ব্যাপারে তাঁহার ব্যয় বৃদ্ধি হইল। এই সময় তত্ত্ববোধিনী সভা মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে সাংসারিক দুশ্চিন্তা হইতে কতকটা অব্যাহতি দিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন :—

> দেশ-মান্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ের জন্য বিশেষ উদ্‌যোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিত সে বিষয়ের

বৃত্তান্ত ১৭৭৯ সতরশ উনআশী শকের ( ১২৬৪ সালের ) কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।*

বৃত্তান্তটি উদ্ধৃত হইল :—

বিশেষ সভার প্রস্তাব।

২৯ ভাদ্র—১৭৭৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকদিগের যে নানা গুরুতর উপকার লাভ হইয়াছে, ইহা বোধ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সৃষ্টির এক জন প্রধান উদ্যোগী এবং এই মহোপকারিণী পত্রিকার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি লাভের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহারই যত্নে ও পরিশ্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বত্র এরূপ আদরভাজন ও সর্ব্বসাধারণের এরূপ উপকার সাধন হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনেই নিয়ত নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। তিনি এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবিশ্রান্ত অত্যুৎকট পরিশ্রম দ্বারা শরীর পাত করিয়াছেন, বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। তিনি যে অতি বিষম শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা কেবল ঐ অত্যুৎকট মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিমিত্ত শরীরপাত করিয়াছেন, সেই মহোদয়কে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করা ও তাঁহার প্রতি তথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন

* মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি: 'শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত', ( ভাদ্র ১২৯২ সাল ), পৃ. ২৩৩।

করা অত্যাবশ্যক, না করিলে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হয়।

দীর্ঘকাল দুরন্ত রোগে আক্রান্ত থাকাতে অক্ষয়কুমার বাবুর আয়ের সঙ্কোচ, ব্যয়ের বাহুল্য এবং তন্নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। এ সময় কিছু অর্থ সাহায্য করিতে পারিলে প্রকৃতরূপে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, এই বিবেচনায় গত শ্রাবণ মাসের দ্বাদশ দিবসীয় বিশেষ সভায় শ্রীযুত বাবু কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করেন, যে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে কিছুকালেব জন্য অক্ষয়কুমাব বাবুকে সাহায্য প্রদান করা যায়। তদনুসারে অদ্য সমাগত সভ্যেরা নির্দ্ধারিত করিলেন, অক্ষয়কুমার বাবু যত দিন পর্য্যন্ত সম্যক্ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ শবীর হইয়া পুনরায় পরিশ্রম ক্ষম না হন, তত দিন তিনি সভা হইতে আগামী আশ্বিন মাস অবধি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাসিক বৃত্তি পাইবেন। আর ইহাও নির্দ্ধারিত হইল যে এই প্রতিজ্ঞার প্রতিলিপি অক্ষয়কুমার বাবুর নিকট প্রেরিত হয় এবং সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও অবিকল মুদ্রিত হয়।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' কার্ত্তিক ১৭৭৯ শক, পৃ. ৮৪

কিন্তু বেশী দিন অক্ষয়কুমারকে এই বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার পুস্তকগুলির আয় যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়া তাঁহার অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হইয়াছিল।

অক্ষয়কুমার বালিগ্রামে গঙ্গাতীরে প্রায় এক বিঘা জমির উপর উদ্যান-সমেত একটি গৃহ নির্ম্মাণ করেন। উদ্যানটির নাম রাখেন—'শোভনোদ্যান'। বিচিত্র বৃক্ষ লতা গুল্ম উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। একখানি পত্রে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন :—"আমার আশ্রম-বৃক্ষগুলি বড়ই ভাল আছে। তাহাদিগকে সতত দেখিয়া ও লালন পালন করিয়া সমধিক সুখী হই।" শিরোরোগে কাতর হইলে এই উদ্যানে বিচরণ করিয়া অক্ষয়কুমার অনেকটা উপশম বোধ করিতেন।

৩১ বৎসর দুরন্ত রোগে ভুগিবার পর ২৮ মে ১৮৮৬ ( ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩, রাত্রি অনুমান ৩-১৫ মিনিট ) তারিখে তাঁহার সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

> এমন একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়া আমরা সকলেই তাঁহার জন্য কাঁদিতেছি, বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহার শোকে ম্রিয়মাণ। আমরা প্রস্তাব করি কলিকাতা সেনেট হাউসে অক্ষয়কুমার দত্তের একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য দেশের লোক সযত্ন হউন।

# রচনাবলী

অক্ষয়কুমারের নিকট বাংলা ভাষা অশেষ ঋণী। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা প্রাঞ্জল অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। প্রকাশকাল-সমেত তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির একটি তালিকা দিতেছি।

১। **অনঙ্গমোহন**। ইং ১৮৩৪ (?)

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস 'অক্ষয়-চরিতে' ( পৃ. ১৪ ) এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

> ন্যূনাধিক চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত "অনঙ্গমোহন" নামে একখানি পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা বর্ত্তমান বটতলার গ্রন্থাবলি হইতে কোনও অংশে উৎকৃষ্ট নহে। ইহা "কামিনী-কুমারের" সমতুল্য—তদ্রূপ রুচির পরিচায়ক। গ্রন্থকারের আত্মীয়বর্গের নিকট ইহার একখণ্ড ছিল, সম্প্রতি নষ্ট হইয়াছে।

২। **ভূগোল**। ইং ১৮৪১। পৃ. ৭৫।

> **ভূগোল। / তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে / তৎসভ্য শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক / প্রস্তুত হইয়া / তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / কলিকাতা। / শকাব্দাঃ ১৭৬৩। /**

"ভূমিকা"য় গ্রন্থকার লিখিতেছেন :—

ইদানীং দেশহিতৈষি বিদ্যোৎসাহি মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে২ যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তি গণের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে তদ্দ্বারা বালক দিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে এই মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভি উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহুক্লেশে বহু ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালক দিগেব বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।...

এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল, পরে তত্ত্ববোধিনী সভা বিশেষরূপে সুপ্রসন্না হইয়া স্বীয় বিত্তব্যয় দ্বাবা ইহাকে প্রকাশিত করত যে প্রকার কৃপা বিতরণ করিলেন, তাহাতে সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি, যে উক্ত সভার এরূপ অনুগ্রহ না হইলে এই পুস্তক সাধারণ সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইত না, অতএব চিত্তমধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া তাহার কৃপা মূল্যে বিক্রীত থাকিলাম।

এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে।

৩। **শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা।** ইং ১৮৪৫। পৃ. ৮।

**A / DISCOURSE read at the Third Hare Anniversary Meeting, / by / Baboo Ukhoy Coomar Duttu. Calcutta. Printed at the Tuttuboadhinee Press. / 1845. /**

এই পুস্তিকার গোড়ার ৪ পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে তৃতীয় হেয়ার-সাম্বৎসরিক সভার কার্য্যবিবরণ আছে। পরবর্ত্তী ১-৮ পৃষ্ঠায় দত্ত-মহাশয়ের বক্তৃতাটি মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুস্তিকাটি অতীব দুষ্প্রাপ্য; এই কারণে আমরা নিম্নে বক্তৃতাটি হুবহু উদ্ধৃত করিলাম।—

সভা আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত বক্তৃতা করিলেন, যে সপ্তাহ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পরে সূর্য্য প্রকাশ হইলে চিত্ত কি প্রকার প্রফুল্ল হয়! গ্রীষ্মেতে গাত্র দাহ হইয়া পরে মন্দ মন্দ শীতল বায়ুর হিল্লোলে শরীব স্নিগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে অন্তঃকরণে কি প্রকাব সন্তোষের উদয় হয়! সেই রূপ হিন্দুদিগেব মলিন চরিত্রকে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট দেখিয়া চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করা যে মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকদিগেব চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে—অনুৎসাহ, অল্প প্রতিজ্ঞা, দ্বেষ, কলহ, বিচ্ছেদ আমারদিগেব মহাশত্রু হইয়াছে। আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে আমারদিগের জ্ঞানের প্রতি সমাদর নাই, সত্যের প্রতি প্রীতি নাই, কোন কর্ম্মের উদ্যম নাই, এবং যতক্ষণ কোন বিপদ্ মস্তকোপরি পতিত না হয় তত ক্ষণ তাহার প্রতি দৃক্পাতও হয় না। আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে এ দেশীয় লোক ইতর জন্তুর ন্যায় আহার বিহারাদি অলীক আমোদকেই জীবনের মূলাধার কার্য্য বোধ করেন, এ প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ কালের ঐন্দ্রিয় সুখ নিমিত্তে রাশি রাশি ধন সমর্পণ করেন; কিন্তু ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে জগদীশ্বর কি নিমিত্তে তাঁহারদিগকে ইতর পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া বুদ্ধির সহিত ভূষিত করিয়াছেন? তাঁহার নিয়মানুসারে উপযুক্ত রূপে ক্ষুধা শান্তি না করিলে যে প্রকার শরীরের সুস্থতা ভঙ্গ হয়, উপযুক্ত রূপে বুদ্ধির আলোচনা না করিলে সেইরূপ মূর্খতা ও কদাচার রূপ মানসিক রোগ উপস্থিত হয়, এই সত্যকে অজ্ঞাত হইয়া তাঁহারা জ্ঞানের অবহেলা

সর্ব্বদা করিয়া আসিতেছেন। পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কত ব্যক্তি লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু সেই পুত্রের বিদ্যা উপার্জ্জন নিমিত্তে মাসে পাঁচ টাকাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। এক রজনীর অপবিত্র আমোদ উপলক্ষে যাঁহারা সহস্র টাকা অনায়াসে ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারা কোন বিদ্যালয়েব সাহায্য জন্য দশ টাকা দান করিতেও বিমুখ হইয়াছেন। এই প্রকারে এ দেশস্থ লোকের মনুষ্যত্বের চিহ্ন প্রায় ছিল না। কিন্তু এরূপ অবস্থা কত কাল স্থায়ী হইতে পারে? বায়ু প্রবাহিত না হইয়া কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? কাল ক্রমে লোকের মনঃ ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইতে লাগিল, এবং উৎসাহের বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরব্ধ হইল। পদ্মের ঘ্রাণ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনি বন্ধুদিগকে সেই ঘ্রাণ সুখ প্রদান করিবার জন্য অবশ্য যত্নবান্ হয়েন। যাঁহারা জ্ঞানেব স্বাদু প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা সেই আস্বাদন সুখ অন্যদিগকে দিবার জন্য উৎসাহি হইলেন। কিন্তু কিয়ৎ কাল সে উৎসাহ কেবল মৌখিক উৎসাহ মাত্র হইল—তদনুসারে কার্য্য হওয়া দুষ্কর হইল। আমরা বিদ্যা বিষয়ে, লোকের উৎসাহ বিষয়ে, রাজনিয়ম বিষয়ে কত আলোচনা করিয়াছি, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয়ে কত চর্চ্চা করিয়াছি, এবং নানা প্রকারে স্বদেশের মঙ্গলোন্নতি জন্য কত আন্দোলন ও কত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি। কিন্তু সে কেবল আন্দোলন মাত্র হইয়াছে। দুই বিদ্বান্ ব্যক্তির পরস্পব সাক্ষাৎ হইলে স্বদেশের মঙ্গল তাঁহারদিগের আলাপের প্রথম সূত্র হইত, কিন্তু পৃথক্ হইলে চিত্তপটে সে সমুদয়ের চিহ্নমাত্রও থাকিত না। কত ব্যক্তির অন্তঃকরণে উৎসাহের শিখা তৃণ সংযুক্ত অগ্নির ন্যায় একেবারে জাজ্বল্যমান হইয়াও পরক্ষণে নির্ব্বাণ হইয়াছে। সাধারণের হিতজনক কত কর্ম্মের সূচনা হইয়াছিল, সে সকল কোন্ কালে লুপ্ত হইয়াছে। এক দিবস যাহার অঙ্কুর দৃষ্টি করিয়াছি, পর দিবসে তাহাকে উচ্ছিন্ন দেখিতে হইয়াছে। এই রূপে স্বদেশহিতৈষি মহাত্মাদিগের কত যত্ন বিফল

হইয়াছে। কিন্তু কত দিন বিনা বর্ষণে মেঘ গর্জ্জন হইতে পারে? নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইয়া মনুষ্য কত ক্ষণ শয্যাগত রহিতে পারে? কেবল ইচ্ছাতে লোক তৃপ্ত থাকিতে পারিলেক না। অভিলাষ কার্য্যেতে পরিণত হইতে লাগিল, ধর্ম্মের উন্নতি জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিতা হইল, এবং এ দেশের সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি নিমিত্তে বেঙ্গাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্থাপিত হইল। এই উভয় সভার সভ্যেরা প্রতিজ্ঞার সহিত তাঁহারদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন। বিশেষতঃ এ দেশীয় লোকের উৎসাহ প্রবাহ তখন প্রবল দেখি, এবং তখন অন্তঃকরণ সাহসে পরিপূর্ণ হয়, যখন এই সম্প্রতিকার ঘটনাকে স্মরণ করি—যখন স্মরণ করি, যে দরিদ্র হিন্দুবালকদিগকে বিদ্যা দানের নিমিত্তে নগরস্থ সকল লোক উদ্যোগি হইয়াছেন। অন্য জাতি মধ্যে যদিও এ অতি সামান্য কার্য্য, কিন্তু ভারতবর্ষ পরাধীন হইলে এ দেশীয় লোকের মধ্যে এমত শুভ সূচক ঘটনা কদাপি হয় নাই—এমত ঐক্য কদাপি বদ্ধ হয় নাই—এবং এই উপলক্ষে সভাতে যে সমারোহ হইয়াছিল এদেশের কোন সাধারণ মঙ্গলজনক কর্ম্মে এ প্রকার বহু ব্যক্তি এক স্থানে এককালে কদাপি একত্র হয় নাই। যে স্থানে দশ জনকে একত্র দেখি সেই স্থানেই এই ভাবি হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রীতি হয়, যেহেতু সকল মঙ্গলের আকর যে জ্ঞান কেবল তাহাই যে ইহার দ্বারা বিস্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা এমত নহে, এই ঘটনাতে ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিবসের উষাকাল প্রাপ্ত দেখিতেছি। অনুৎসাহ, আলস্য, অনুদ্যোগ প্রভৃতি যে আমারদিগের অপবাদ তাহা মোচনের উপক্রম দেখিতেছি, এবং যে ঐক্যের অভাব প্রযুক্ত এ দেশের সকল শুভ কর্ম্মের সূচনা বিফল হইয়াছে, এ বিষয়ে সেই ঐক্য সংস্থাপনের সম্ভাবনা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি। ধনি দরিদ্র, বিদ্বান্ অজ্ঞ, বৃদ্ধ বালক, ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সকল প্রকার ভিন্ন বর্ণস্থ, ভিন্ন মতস্থ, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তি এ বিষয়ে একত্র

হইয়াছেন। এই ঐক্য সংস্থায়ী হইলে কোন্ দুঃখ মোচন না হইতে পারে? ঐক্য দ্বারা কত গভীর অরণ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে, রাজ্য সকল স্থাপিত হইয়াছে, নগর সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং সভ্যতার আলোক প্রদীপ্ত হইয়াছে। এই ঐক্য সংস্থায়ী হইলে আমরা কেবল এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াই কি তৃপ্ত থাকিব?—আমারদিগের আশা কত দীর্ঘ হইতেছে—আমারদিগের ভরসা কত বৃদ্ধি হইতেছে। এই ঐক্য দ্বারা উৎসাহের স্রোত প্রবল হইলে যত প্রকার মঙ্গল এইক্ষণে আমারদিগের মনে জাগ্রৎ রহিয়াছে, সকল সফল করিবার সামর্থ্য হইবে। এ দেশের রাজনিয়ম যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, অন্যায় কর স্থাপন খণ্ডিত হয়, শান্তি রক্ষার সুশৃঙ্খলা হয়, বিচার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, কৃষিকার্য্যের বৃদ্ধি হয়, শিল্প কর্ম্মের উন্নতি হয়, বাণিজ্যের বিস্তার হয়, এবং যাহাতে এ দেশস্থ লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি হয় তাহা এই ঐক্য দ্বারা সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টাবান্ হইতে পারিব। এইক্ষণে ভরসার সহিত সেই সুখের দিবসকে প্রতীক্ষা করিতেছি যখন ভারতবর্ষস্থ লোক আপনারদিগের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দ্বারা সমুদ্র পোত নির্ম্মাণ করিবেক, সেতু রচনা করিবেক, বাষ্প যন্ত্র প্রস্তুত করিবেক, এবং স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা স্বদেশে নানা প্রকার শিল্প কার্য্যের উন্নতি করিবেক। কিন্তু এইক্ষণে যে এই সকল মঙ্গলের চিহ্ন দেখিতেছি, এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রত্যাশাতে পুলকিত হইতেছি, ইহার মূল কোথায়? নদীর স্রোতে স্নিগ্ধ হইয়া তাহার উৎপত্তি স্থান অন্বেষণ করিলে যে প্রকার পর্ব্বত শিখরের প্রতি দৃষ্টি হয়, বায়ুপ্রবাহে সৌগন্ধের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহার আকর অন্বেষণ করিলে যে প্রকার মনোহর পুষ্পোদ্যানের স্মরণ হয়, তদ্রূপ এই বর্ত্তমান জ্ঞানের বৃদ্ধি ও তৎফল সৌভাগ্যের উপক্রম আলোচনা করিয়া সেই পরম হিতৈষির নাম ও সেই পরম দয়ালু ব্যক্তির চরিত্র স্মরণ হইতেছে, যাঁহার উপকার দ্বারা এ দেশ পূর্ণ রহিয়াছে, যাঁহার দয়াকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবর্ষের লোক কৃতজ্ঞতা

বসে আর্দ্র রহিয়াছেন, যাঁহার নামকে স্থায়ি করিবার জন্য এই সাম্বৎসরিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যাঁহার গুণানুবাদ করিবার জন্য আমরা অদ্য এই অট্টালিকাতে একত্র হইয়াছি—এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। তাঁহার এই সত্য জ্ঞান ছিল, যে পরের উপকার জন্য তাঁহার জন্ম, এবং পরের উপকার তাঁহার জীবনের সমুদয় কার্য্য; এবং শরীর, বুদ্ধি, সম্পত্তি সমুদয় তিনি পরের হিতের জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষকে ভিন্ন জানিতেন না। এই সত্যের প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যে পৃথিবী তাঁহার জন্মভূমি, এবং সমুদয় মনুষ্য তাঁহার পরিবার। বিশেষতঃ তাঁহার চরিত্র তখন বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, যখন এ দেশের বিদ্যা উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়। কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে এদেশ অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু তিনি এ দুরবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া এই অন্ধকারময় ভারতবর্ষকে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করিতে যত্নবান্ হইলেন, এবং লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞাত কার্য্য অনেক ভাগে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই মহোপকার সাধন জন্য তিনি শারীরিক ক্লেশ, মানসিক পরিশ্রম, অর্থের ব্যয় ইত্যাদি কোন্ প্রকারে যত্ন না করিয়াছিলেন? এইক্ষণে আমরা যে কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছি, সে কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ। তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা সৃষ্টির নিয়ম সকল জ্ঞাত হইতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ সূর্য্য নক্ষত্রাদির স্বভাব জানিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ গ্রহ চন্দ্র ধূমকেতুর দূর, পরিমাণ, এবং গতিবিধি সকল শিক্ষা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ পৃথিবীস্থ স্বদেশ বিদেশাদি সমূহ স্থানের বৃত্তান্ত আলোচনা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা আপনারদিগের শরীরের নিয়ম, মনের স্বভাব, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যা লাভ করিতেছি, অধিক কি কহিব, তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা এক নূতন প্রকার জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিয়াছি। ভারতবর্ষের মহৎ বিদ্যালয় যে হিন্দু কালেজ, তাহা স্থাপনের

মূলাধার কারণ কোন্ ব্যক্তি ?—সকলেই অবশ্য ব্যক্ত করিবেন যে শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য প্রথম যত্নবান্ কোন্ মনুষ্য ?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। উপদেশ দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা বিস্তার জন্য মহোৎসাহী কোন্ পুরুষ ?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। অশেষ মঙ্গলের কারণ যে মুদ্রাযন্ত্র তাহার স্বাধীনতা স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী কোন্ মহাত্মা—ডেবিড হেয়ার সাহেব। এই রূপে এদেশের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ সন্ধান জন্য যে প্রশ্ন করা যায়, সেই প্রশ্নের উত্তরেই ভারতরাজ্যের বিদ্যা রূপ বৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে বীজ রূপে দৃষ্টি করা যায়। তিনি আমারদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ—কোটি গুণ মূল্যবান্ বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা দ্বারা আমরা জ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা দয়া ও সত্য ব্যবহার যে কি মহোপকারি, তাহা পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। পীড়িতের রোগ শান্তি, বিপদ্গ্রস্তের দুঃখ মোচন, অবিজ্ঞকে পরামর্শ দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান ইত্যাদি হিতকার্য্য তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহার দ্বারা কেবল বিদ্যারত্নের অধিকারী হয়েন নাই, তাঁহাব স্নেহ ও প্রীতি দ্বারা সর্ব্বদা লালিত হইয়াছিলেন। আহা, তাঁহার মনের ভাবকে চিন্তা করিলে চিত্তে কি আনন্দের উদয় হয়! যখন আমারদিগের উপকারে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল, তখন তাঁহার চিত্ত দয়াতে কি পরিপূর্ণ হইয়াছিল! যখন তিনি সকল প্রতিবন্ধক মোচন করিয়া তাঁহার মানস সফল হইবার উপক্রম দেখিলেন, তখন কি আশ্চর্য্য মনোহর সন্তোষ তাঁহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছিল! যখন তাঁহার বাসনা বৃক্ষ যথেষ্ট রূপে ফলবান্ হইল, তখন তিনি আপনাকে কৃতার্থ জানিয়া কি মহানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন! যিনি সকল স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল আমার-দিগেরই উপকার করিয়া এমত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিমিত্তে

কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব !—তাঁহার কি প্রকার ধন্যবাদ করিয়া তৃপ্ত থাকিব !

এই অতীব দুষ্প্রাপ্য পুস্তকখানির এক খণ্ড রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

৪। **বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।** ১ম ভাগ—ইং ১৮৫১, পৃ. ২৯১। ২য় ভাগ—ইং ১৮৫২, পৃ. ২৮৯।

**বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির / সম্বন্ধ বিচার / প্রথম ভাগ / শ্রীঅক্ষয়-কুমার দত্ত কর্তৃক / প্রণীত / কলিকাতা / তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত / শকাব্দ ১৭৭৩ /**

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের "বিজ্ঞাপন" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহা সম্যক্ রূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পূর্ব্বাবধি নানা দেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম-প্রযোজক পণ্ডিতেরা এবিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভূমণ্ডল রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, এবিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা একান্ত যত্ন পূর্ব্বক প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব্ সাহেব-প্রণীত "কান্‌স্‌টিটিউশন্ আব ম্যান্" নামক গ্রন্থে এবিষয় সুন্দররূপ লিখিত হইয়াছে। তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন, যে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। জগদীশ্বর কি প্রকার

নিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, এবং কোন্ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, ও কোন্ নিয়ম অতিক্রম করিলে কিপ্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকের গোচর করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, বাঙ্গলা ভাষায় তাহার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক এক এক প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ঐসমস্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া অনেকেই অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকটিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তদনুসারে, পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। ইহা ইংরেজি পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকাবজনক কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎ পরিবর্ত্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। এদেশের পরম্পরাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহরণ স্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে। ফলতঃ, এতদ্দেশীয় লোকে সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহাব কবিতে প্রবৃত্ত হন, এই অভিপ্রায়ে আমি এই মানব প্রকৃতি বিষয়ক পুস্তক খানি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছি।...কলিকাতা। শকাব্দ ১৭৭৩। ৮ পৌষ।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় পর-বৎসর। ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

**বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির / সম্বন্ধ বিচার / দ্বিতীয় ভাগ / শ্রীঅক্ষয়-কুমার দত্ত কর্ত্তৃক / প্রণীত / কলিকাতা / তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত / শকাব্দ ১৭৭৪ /**

লেখক "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন ঃ—

> এই গ্রন্থে যে সমস্ত সর্ব্বশুভদায়ক বিষয়ের বিবরণ করা গেল, যখন বিদ্যালয় সমুদায় সেই সকল বিষয় অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান হইবে, যখন ধর্ম্মোপদেশকেরা পরমেশ্বরের সেই সমস্ত প্রিয় কার্য্যকে তাঁহার উপাসনার অঙ্গ বলিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং সাংসারিক আচার ব্যবহার ও বিষয়-চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া বিষয়কার্য্য এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান একীভূত হইয়া যাইবে, তখন মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষা পাইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইতে থাকিবে।
>
> কলিকাতা শকাব্দ ১৭৭৪। ১০ মাঘ।

এই পুস্তকের দুই খণ্ডেরই শেষে "সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজি অর্থ" দেওয়া আছে। যাঁহারা পরিভাষা লইয়া আলোচনা করেন তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে মনে করিয়া আমরা নিম্নে ইহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

| | | |
|---|---|---|
| অনুচিকীর্ষা | ... | Imitation |
| অনুমিতি | ... | Causality |
| আকারানুভাবকতা | ... | Faculty of Form |
| আশ্চর্য্য | ... | Faculty of Wonder |
| আসঙ্গ লিপ্সা | ... | Adhesiveness |
| ইতর জন্তু | ... | Lower animals |
| উপমিতি | ... | Faculty of Comparison |
| কার্য্যকারণভাব | ... | Causation |
| কালানুভাবকতা | ... | Faculty of Time |
| গোমসূর্ধ্যাধান | ... | Vaccination |
| ঘটনানুভাবকতা | ... | Eventuality |
| জিজীবিষা | ... | Love of life |
| জীবনী শক্তি | ... | Vital power |

| | | |
|---|---|---|
| জুগোপিষা | ... | Secretiveness |
| নৈসর্গিক | ... | Natural |
| প্রতিবিধিৎসা | ... | Combativeness |
| মৈস্মরতত্ত্ব | ... | Mesmerism |
| রসায়ন | ... | Chemistry |
| বৃত্তি | ... | Faculty |
| শারীরবিধান | ... | Physiology |
| শারীরস্থান | ... | Anatomy |
| শ্রমোপজীবী | ... | Labourer |
| সমসংস্থান | ... | Equilibrium |
| স্তর | ... | Stratum |
| * | * | * |
| অধিবেদন | ... | Polygamy |
| ক্ষিপ্তনিবাস | ... | Lunatic Asylum |
| পদার্থবিদ্যা | ... | Natural Philosophy |
| মনোবিজ্ঞান | ... | Mental Philosophy |
| রূঢ় পদার্থ | ... | Elements |
| লোকযাত্রাবিধান | ... | Political Economy |
| বাণিজ্যবিষয়ক স্বতন্ত্রতা | ... | Freedom of trade |
| সাধারণতন্ত্র | ... | Republic |
| হৃত্তত্ত্ববিবেক | ... | Phrenology |

৫। **চারুপাঠ।** ১ম ভাগ—ইং ১৮৫২ ; ২য় ভাগ—ইং ১৮৫৪ ; ৩য় ভাগ—ইং ১৮৫৯।

প্রথম ভাগের "বিজ্ঞাপনে" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

> চারুপাঠের প্রথম ভাগ প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল। এ গ্রন্থ যে নানা ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত, ইহা বলা বাহুল্য। যে সকল

প্রস্তাব ইহাতে সংগৃহীত হইল, তাহার অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এবং একটী প্রস্তাব প্রভাকর পত্রে প্রথম প্রকটিত হয়। অবশিষ্ট কয়েকটী বিষয় নূতন রচিত হইয়াছে।...৪ঠা শ্রাবণ, শকাব্দাঃ ১৭৭৪।

১৭৭৬ শকের শ্রাবণ মাসে ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় ভাগের "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ—"২২ আষাঢ়। ১৭৮১ শক।"

৬। **বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ।** ইং ১৮৫৫। পৃ. ২০।

এই পুস্তিকা আমি এখনও দেখি নাই। বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। ইহা যে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, তাহা 'সংবাদ প্রভাকর' (১ বৈশাখ ১২৬২) হইতে উদ্ধৃত নিম্নাংশ পাঠ করিলেই জানা যাইবে ঃ—

> চৈত্র [১২৬১]...শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত "বাষ্পীয় রথাবোহিদিগের প্রতি উপদেশ" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার কবিয়াছেন।

১৭৭৭ শকের আষাঢ় সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র শেষে দুই আনা মূল্যের এই পুস্তকাখানির একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছে।

৭। **ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব।** ইং ১৮৫৫। পৃ. ২৬।

আমি এই পুস্তিকাখানি দেখি নাই। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইহার এক খণ্ড আছে। অক্ষয়কুমার ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজে যে পাঁচটি বক্তৃতা করেন, তাহার শেষ বক্তৃতাটিই আলোচ্য পুস্তিকার বিষয়বস্তু। এই ৫ম বক্তৃতাটি ১৭৭৭ শকের বৈশাখ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৮। **ধর্ম্মনীতি।** ইং ১৮৫৬।

"বিজ্ঞাপনে" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

ধর্ম্মনীতি প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে ; নানা ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার এক এক অংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; এক্ষণে সেই সমুদায় সঙ্কলন পূর্ব্বক স্বতন্ত্র পুস্তক করিয়া প্রচার করা যাইতেছে।

এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিবার পর আমি কোন উৎকট [ পীড়ায় ] পীড়িত হইয়াছি। এই নিমিত্ত কয়েক মাসাবধি ইহার প্রচার-বিষয়ে একবাবেই নিরস্ত ছিলাম। পরে অনেকে এই পুস্তক পাঠ কবিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে, এক্ষণে সত্বরেই শেষ করিয়া দিতে হইল।...১০ই মাঘ। শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

রচনার নিদর্শন হিসাবে এই পুস্তক হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তিনি ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় প্রাণীকেই ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মনুষ্যকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভে অধিকারী করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। এই দুই বিষয়ের ক্ষমতা থাকাতে, মনুষ্য-নামের এত গৌরব হইয়াছে, এবং এই দুই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেই মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সুখ যে এমন অনির্ব্বচনীয় পরম প্রার্থনীয় পদার্থ, ধর্ম্মস্বরূপ রত্নজ্যোতি তদপেক্ষাও শতগুণ উৎকৃষ্ট।

৯। **পদার্থ বিদ্যা।** ইং ১৮৫৬।

ইহার ৮ম সংস্করণের "বিজ্ঞাপনটি" এইরূপ :—

পদার্থ বিদ্যা নানা ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনুবাদিত হইয়াছে একথা বলা বাহুল্য। উহার এক এক অংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অনন্তর সেই সমুদায় সংকলন পূর্ব্বক ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে স্বতন্ত্র পুস্তক করিয়া প্রকটিত কবা হয়। এক্ষণে উহা অষ্টমবার মুদ্রিত হইল। এবারে কিছু কিছু সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম।

রচনার নিদর্শন ঃ—

জড় ও জড়ের গুণ।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, সে সমুদায়ই জড় পদার্থ।

জড় পদার্থ দুই প্রকাব; সজীব ও নির্জীব। যাহাব জীবন আছে, অর্থাৎ যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস ও মৃত্যু হয় তাহাকে সজীব কহে; যেমন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। আর যাহাব জীবন নাই, সুতরাং যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাসাদি হয় না, তাহাকে নির্জীব বলা যায়, যেমন প্রস্তর, মৃত্তিকা, লৌহ ইত্যাদি।

যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে নির্জীব জড পদার্থেব গুণ ও গতিব বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম পদার্থ-বিদ্যা।

১০। **ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।** ১ম ভাগ—ইং ১৮৭০; ২য় ভাগ—ইং ১৮৮৩।

ইহার ১ম ভাগের ( পৃ. ১০৬+২১৪ ) আখ্যা-পত্রটি এইরূপ ঃ—

The / Religious Sects / of the / Hindus / **ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। / শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। / প্রথম ভাগ। / কলিকাতা। / সংস্কৃত, নূতন সংস্কৃত ও / গিরিশবিদ্যারত্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত / ১২৭৭। /**

এই গ্রন্থের "উপক্রমণিকা" ভাগ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

কিরূপে. এই উপাসক-সম্প্রদায় রচিত ও সংগৃহীত হইল, এক্ষণে পাঠকগণকে অবগত করা আবশ্যক। কাশীর রাজার মুন্সী শীতল সিংহ

ও তত্রত্য কালেজের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মথুরানাথ ইহাঁরা প্রত্যেকে পারসীক ভাষায় এ বিষয়ের এক এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ঐ দুই পুস্তকে বিবিধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন ও আচরণাদি সংক্রান্ত বহুতর বৃত্তান্ত বিনিবেশিত হয়। আর নাভাজি ও নারায়ণ দাসের বিরচিত হিন্দী ভক্তমালে, প্রিয়দাস কর্ত্তৃক ব্রজ-ভাষায় লিখিত তদীয় টীকায়, বাঙ্গলা ভাষায় কৃষ্ণদাসের কৃত সেই টীকার সবিস্তর বিবরণে এবং ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষায় বিরচিত অপরাপর বহুতর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের প্রবর্ত্তক ও অন্য অন্য ভক্তগণ সম্বন্ধীয় অনেকানেক উপাখ্যান এবং নানা সম্প্রদায়েব কর্ত্তব্যাদি বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত আছে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমান্ হ, হ, উইল্‌সন্ ঐ দুই পারসীক পুস্তক এবং হিন্দী ও সংস্কৃতাদি ভাষায় রচিত ভক্তমাল প্রভৃতি অন্য অন্য সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ দর্শন করিয়া ইংরেজী ভাষায় হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী উপাসক-সম্প্রদায় সমুদায়ের ইতিহাস বিষয়ের দুইটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এসিয়াটিক্ রিসর্চ্ নামক পুস্তকাবলীর যোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে তাহা প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি তাঁহার সেই দুই প্রবন্ধকেই অধিক অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় পশ্চাৎ-প্রস্তাবিত সম্প্রদায় সমূহের অনেকাংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছি। স্থানে স্থানে কিছু কিছু পবিবর্ত্তন, পবিবর্জ্জন ও সংযোজন করা হইয়াছে একথা বলা বাহুল্য। তদ্ভিন্ন, এই প্রথম ভাগে রামসনেহী, বিথল-ভক্ত, কর্ত্তাভজা, বাউল, ন্যাড়া, সাঁই, দরবেশ, বলরামী প্রভৃতি আর ২২ বাইশটি সম্প্রদায়ের বিবরণ অন্যরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটির বৃত্তান্ত পুস্তকান্তর হইতে নীত, অবশিষ্ট ২০ কুড়িটির বিষয় নূতন সঙ্কলিত।

ন্যূনাধিক ২২ বাইশ বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তকের অনেকাংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকটিত হয়। এতাদৃশ বহু পূর্ব্বের লিখিত পুস্তক পুনঃ-প্রচারিত করিতে হইলে, তাহা বিশেষরূপ সংশোধন করা

আবশ্যক। কিন্তু আমার শরীরের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া রহিয়াছে, তাহা ভদ্র-সমাজে একেবারে অবিদিত নাই।...শকাব্দ ১৭৯২।

১৮০৪ শকের চৈত্র মাসে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

৩য় ভাগ অক্ষয়কুমার প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার মৃত্যুর পর ইহার পাণ্ডুলিপি হইতে মাসিক পত্রে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—

(১) "শিবনারায়ণী সম্প্রদায়"—'সাহিত্য', বৈশাখ ১৩০৬।

(২) "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"—'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩১৭।

১১। **প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার।** ইং ১৯০১। পৃ. ২০৯।

এই পুস্তকখানি শ্রীরজনীনাথ দত্ত-সম্পাদিত। সম্পাদক "বিজ্ঞাপনে" লিখিতেছেন :—

> আমার পরম পূজনীয় স্বর্গীয় পিতা ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার আকার ন্যূনাধিক ৩৬ পৃষ্ঠা হইবে। সেই প্রবন্ধটি এই পুস্তকের মেরুদণ্ড।..."

# পত্রাবলী

যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার পিতা রাজনারায়ণ বসুকে মেদিনীপুরে লিখিত অক্ষয়কুমার দত্তের কতকগুলি পত্রের অংশ-বিশেষ ১৩১১ সালের

ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ( পৃ. ৫৭১-৮০ ) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মাতৃভক্তি।

আমি শারীরিক এক প্রকার সুস্থ আছি। কিন্তু পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণীর চরমাবস্থা উপস্থিত বোধ হইতেছে। বোধ হয় তাঁহার স্নেহময় মুখমণ্ডল আর অধিক দিন দেখিতে পাইব না। বোধ হয় এত দিন পরে আমার একান্ত অকৃত্রিম স্নেহ প্রাপ্তির প্রত্যাশা উন্মুলিত হইল। যদিই তাহাই ঘটে, আপনকার রচিত, মধুময়, শোকসংহারক প্রস্তাবটি পাঠ করিব।

* * *

সহৃদয়তা।

আপনি দরিদ্র প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছেন তাহাতে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ব্যাকুল হওয়া ও ক্রন্দন করা এইমাত্র আমাদের ক্ষমতা। এ যাত্রা এইরূপ করিয়াই পরমায়ু ক্ষেপণ করিতে হইল।

* * *

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি।

তথাকার বাঙ্গালা পাঠশালায় এক পুস্তকালয় প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে, ইহা অতি শুভসূচক বলিতে হইবে। বিশেষতঃ তদর্থে নূতন নূতন গ্রন্থ অনুবাদিত বা রচিত হইলে বহু উপকার হইবে তাহার সন্দেহ নাই। বেলি সাহেব আপনার প্রতি যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন তাহা লিখিতে অবশ্য বহু পরিশ্রম হইবে, কিন্তু তদ্দ্বারা লোকের বিস্তর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে এই সকল কার্য্য দ্বারাই এ দেশের যথার্থ হিত হইতে পারে।

* * *

বিধবাবিবাহ প্রচলন।

আপনি মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবাবিবাহ সম্পাদনার্থ সচেষ্টিত আছেন শুনিয়া সুখী হইয়াছি। আমাকে তদ্বিষয়ের সমাচার লিখিতে আলস্য করিবেন না। বিদ্যাসাগরকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেও ত্রুটি করিবেন না। জয়োস্তু! জয়োস্তু!

সুরসিকতা।

এবার অতিশয় স্নিগ্ধ হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। বৃত্রাসুর পরাস্ত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্র জয়ী হইয়াছেন এবং ৫, ৬, ৭ বৈশাখে [ ১২৫৮ ] রজনীযোগে অপর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণ দ্বারা মেদিনী সুশীতল হইয়াছে। বৃত্রকে পরাভূত দেখিয়া পবনরাজও দেবরাজের সহকারী হইয়া সকল বায়ু সুস্থ করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্রাসুর এখানে পরাস্ত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে [ অর্থাৎ মেদিনীপুরে ] গিয়া উদয় হয় এই আমার শঙ্কা হইতেছে। আপনি তাহার তথ্য সংবাদ লিখিয়া বাধিত করিবেন। কিন্তু আমার নিতান্ত প্রার্থনা সেখানেও ইন্দ্রদেবের জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হয় এবং অবিলম্বে আপনার শরীর সুস্নিগ্ধ হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হই।

* * *

আপনাকে মহারাণীর ছয়খানি অমূল্য মুখচন্দ্রমা পরিত্যাগ করিতে হইবেক।

* * *

আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন লিখিবেন। শুনিলাম তথায় মাথাঘোরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিছু মন্ত্রতন্ত্র করিবেন, যেন আপনার বাটীর ত্রিসীমায় না আসিতে পারে। ভয় কি? "বিষস্য বিষমৌষধং।" বোধ করি, এই অখণ্ডনীয় নীতির উপর নির্ভর করিয়া

বড় বাবু [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] আপনাকে অভয়দান দিয়া গিয়াছেন। আপনি প্রাতঃস্নান করিবেন, ফলের জল পান করিবেন, উষা ও সায়ংকালের বায়ু সেবন করিবেন, আর ঘটটিকে একটু একটু চালনা করিবেন। আর নিজে হইতে কোন মতে মাথা ঘোরাইবেন না।'

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-লিখিত জীবনীতেও অক্ষয়কুমারের দুই-চার-খানি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে।